R. N. No. 2582/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্রেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন ঃ ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ৮ই মে, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

প্রতিদিনের লোডসেডিং বন্ধে উমরপুর সাব ষ্টেশনে উচ্চ ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার বসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উমরপুর সাব ষ্টেশনে ৬'৩ এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সফর্মার বসার কাজ গত মার্চ মাস থেকে শুরু হয়েছে। ট্রান্সফর্মারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস কলকাতা থেকে এসে না পেঁছনয় কাজের গতি স্বাভাবিকভাবে কিছুটা কমেছে। তবে নতুন ট্রান্সফর্মারের কানেকশন লাইনের কাজ পুরো দমে চলছে। আশা করা যায় এই মাসের শেষের দিকে ট্রান্সফর্মারটি চালু হয়ে যাবে। এক সাক্ষাতকারে রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার এই খবর দেন। তিনি আরো জানান, গত ২৬ এপ্রিলের ঝড়ে উমরপুরে ১৩২ কে ভি লাইনের একটি টাওয়ার পড়ে যায়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার সরজমিন তদন্তে এখানে আসেন। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মারটি চালু হলে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত যে লোডসেডিং দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে তার অবসান হবে। তবে সেন্ট্রাল লোডসেডিং যখন হতে পারে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই। অন্য এক সাক্ষাতকারে বিদ্যুৎ দপ্তরের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মী জানান, এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিদ্যুৎ চুরিও বেড়েছে। এদিকে উমরপুর পাওয়ার ষ্টেশনে মান্ধাতা আমলের দুটি ৫ ও একটি ৩ মোট ১৩ এম, ভি, এ ট্রান্সফর্মার চালু রয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরসভায় আট কর্মীর নিয়োগ নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার, পুরপতি বললেন যা হচ্ছে নিয়মমাফিক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর পুরসভায় আটজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিরোধী কমিশনাররা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, পুরপতিকে ধিক্কার জানালেন। সরাসরি অভিযোগ আনলেন, আট কর্মীই বামফ্রন্টের কর্মী বা কর্মীদের পারিবারিক সদস্য বলেই এই নিয়োগ। আট কর্মীরা হলেন ১৪নং ওয়ার্ডের রতন রায়, ১৬নং ওয়ার্ডের দুইজন অমিতাভ দাস ও পরিমল সাহা, ২নং ওয়ার্ডের হুমায়ন কবীর, ১২নং ওয়ার্ডের কৃষ্ণা সরকার, ৯নং ওয়ার্ডের সমর বারিক, ৬নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান (ওয়ার্ড কমিশনারের ছেলে) এবং সিপিএমের সম্মতিনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক তথা জেলা পরিষদ সদস্য সাহাদাত হোসেনের স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মুকসুদা বেগম। পুরসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস কমিশনার বিকাশ নন্দ জানান, অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই নিয়োগের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। পুরসভার গদি বাঁচাতে পুরপতির এই নিয়োগের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামবো। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ড বাসমালিক সমিতির হাতে তুলে দিল পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পুরসভার আয় বাড়াতে রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ডকে বাসমালিক সমিতির হাতে তুলে দিল জঙ্গিপুর পুরসভা। যদিও বাসষ্ট্যান্ডের রক্ষণাবেক্ষণের দায় পুরসভারই থাকল। এক সাক্ষাতকারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান, গত পুর নির্বাচনের আগেই ২০০০ সালে রঘুনাথগঞ্জের দুটি বাসমালিক সমিতি কে বাসষ্ট্যান্ডের দেখভালের দায়িত্ব নেবে সে ব্যাপারে ঠিক করতে বলি। কারণ বাসষ্ট্যান্ড আমরা তৈরী করে বাসমালিক সমিতির হাতেই তুলে দেব আগেই ঠিক করি। কে দায়িত্ব নেবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা কাউন্সিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭-২৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলার কাউন্সিল সভা হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জে। ২৮ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের দাদাঠাকুর মঞ্চে হয় প্রকাশ্য জনসভা। প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা রেখা গোস্বামী, রাজ্য কমিটির সদস্যা শ্বেতা চন্দ্র, বামফ্রন্টের জেলা সম্পাদক মধু বাগ, সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, জেলা সভানেত্রী ঋর্ণা গাঙ্গুলী, জেলা সম্পাদিকা সুলেখা চৌধুরী প্রমুখ। রাজ্য সম্পাদিকা রেখা গোস্বামী বলেন, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (গ্রাঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ কেপমারি ॥

টাকাপয়সা-গহনা চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি উপায়ে হাতাইয়া লওয়া হয়। ট্রেন, বাস, বাসগৃহ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থান হইতে দুষ্কৃতীরা প্রাণের ভয় দেখাইয়া টাকাপয়সা-গহনা কাড়িয়া লইয়া চম্পট দেয়। প্রয়োজনবোধে মানুষকে খুনজখম করিতেও দুষ্কৃতীরা যথেষ্ট তৎপর থাকে। এই সমস্ত চুরি-ডাকাতির কিনারা কোন ক্ষেত্রে হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে খুবই বিলম্বিত গতিতে হইয়া থাকে। আর এক ধরনের অপকর্ম আছে। মানুষকে অপহরণ করিয়া টাকা আদায় করা হয়। অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে মানুষ অপহরণ করিয়া হত্যাও করা হইয়া থাকে। ধাপ্পা-ধোকা দিয়া আর এক পদ্ধতিতে দুষ্কৃতীরা বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকাপয়সা লইয়া পলায়ন করে। নানা প্রকার ব্যাঙ্ক-ডাকাতির খবর প্রায়ই পাওয়া যায়; তবে ধোকা-ধাপ্পার ব্যাপারটির যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে, স্বীকার করিতে হয়। এই প্রকার পদ্ধতিকে কেপমারি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি গড়িয়াহাট থানা এলাকায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্‌স্‌ নামক শাখা হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ১০০ টাকা কেপমারি করিয়া দুর্বৃত্তেরা বমাল পলায়ন করিয়াছে। ইহার কয়েকমাস পূর্বে একই থানা এলাকায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের একটি শাখা হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা কেপমারি করা হয়। উল্লেখিত এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্‌স্‌ শাখায় কেপমারির পর ব্যাঙ্ক-কর্মীদের নিকট হইতে জানা যায় যে, উক্ত শাখা হইতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের বিনিময়ে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার বিষয়ে খোঁজখবর লইতে ঘটনার দিন বহু লোকজন ব্যাঙ্কে আসিয়াছিল। ইহার জন্য ব্যাঙ্ক-কর্মীরা যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সকাল সাড়ে এগারটার সময় কয়েকজন লোকের একটি দল এই ঋণ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইতে থাকিলে ব্যাঙ্কের পেমেন্ট কাউন্টারের ক্যাশিয়ারের নামে একটি ফোন আসে। তিনি নাকি কাউন্টার ছাড়িয়া ফোন ধরিয়া ফিরিলে দেখেন যে, ক্যাশ বাক্স হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা উধাও। যে ৫/৬ জন লোকের দল ব্যাঙ্কে আসিয়াছিল, তাহারও বেপাত্তা হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, টাকা চলিয়া গিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু ঠকের দল ক্যাশ কাউন্টারে কীভাবে ঢুকিল, তাহা একটি প্রশ্ন। আবার পেমেন্ট কাউন্টারের ক্যাশিয়ার কাউন্টার ছাড়িয়া ফোন ধরিতে যাইবার সময় ক্যাশ-বাক্সে তালা দিয়া কেন যান নাই, তাহাও একটি প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর বিষয়টির সুরাহা করিতে সরিষার মধ্য হইতে ভূত আবিষ্কার করিতে পারিবেন কিনা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কাউনসিলারদের প্রতি হরিলাল দাসের পত্রের প্রসঙ্গে

এতদিন একমাত্র ভাগীরথী নদী রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গীপুরকে অনেক যোজন দূরে রেখেছিল। কিন্তু এই নদীর উপর সেতু আমাদের দুই পারের মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। সেই মেলবন্ধন আরো দৃঢ় করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে এই চিঠির সুচতুর অবতারণা। দুই শহরবাসীর মধ্যে মেলবন্ধনে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টির চক্রান্ত। প্রথমে রঘুনাথগঞ্জকে ১নং জোন করে পরিস্রুত জল প্রকল্প করার পরিকল্পনা ছিল এবং তা ভেস্তে দেয় ১৫নং ওয়ার্ড কমিশনার প্রয়াত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল ও তাঁর প্রভাবিত পৌরবোর্ড। কারণ আপনি ভালই জানেন যে, জায়গাটি ছিল ১৫নং ওয়ার্ড কমিশনারের। সরকারী নোটিফিকেশনের উপর হাইকোর্ট করেন এবং তার ফয়সালা হয় দীর্ঘদিন পর। কিন্তু যেহেতু প্রস্তাবিত প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ দীর্ঘদিন পড়ে থাকতে পারে না, সেইহেতু এই প্রকল্পটি জঙ্গীপুরে হয়। আপনার ২য় প্রশ্ন একেবারেই অবাস্তব। কারণ প্রশ্নটাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আরো আগে, কাজ চালু থাকা অবস্থায় এপারে সিঁড়ির কথা কি আপনি, পি, ডব্লু. ডি, পৌরপিতা বা জেলা পরিষদ গ্যামন ইন্ডিয়াকে জানিয়েছিলেন আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যা, তা হল আপনি সে ধরনের কোন উদ্যোগই নেননি। আপনি কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করছেন? শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ পরিস্রুত জলই গভীর নলকূপ এর মাধ্যমেই গ্রামে-গঞ্জে সরবরাহ করা হয়। আপনার শেষ কথা, নাগরিক পরিষেবার প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালন করুন। কিন্তু আপনাদের মতো বিশিষ্ট লোকদের জন্যই করা সম্ভব হয় না। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, প্রায় চার মাস-এর মধ্যে পৌরসভা থেকে দুবার মাইকিং করা হয়। যাতে নিজ নিজ বাড়ীর ছাদের জল রাস্তায় না পড়ে, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনার বাড়ীর? আপনি একবার ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ সালের পৌর কর্মকান্ড, আর ১৯৭৯ থেকে ২০০১ সালের (মাঝে কিছু বিক্ষিপ্ত পৌরবোর্ড ছাড়া) পৌর কর্মকান্ডের মধ্যে পর্যালোচনা করলেই তো বুঝতে পারবেন। সমালোচনা হওয়া চাই সঠিক এবং গঠনমূলক।

জনৈক প্রাক্তন কাউন্সিলার ও সুজিত হালদার
রঘুনাথগঞ্জ
১৭/৪/০২

দাদাঠাকুর ঃ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদাঠাকুরের বিখ্যাত গান 'কলকাতার ভুল'। এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন দাদাঠাকুরের খুব কাছের মানুষ— নলিনীকান্ত সরকার। দিলীপকুমার রায় যখন দ্বিতীয়বার ইউরোপ বেড়িয়ে দেশে ফিরেন তখন তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা হয়। সে সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নলিনীকান্ত দাদাঠাকুরের রচিত গানটি গাইলে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ গানটি কার লেখা? নলিনীকান্ত কবিগুরুকে বলেন ঃ 'শরৎচন্দ্র পন্ডিত মহাশয়ের রচনা।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে।'

শরৎচন্দ্র পন্ডিত নিজেকে দাদাঠাকুর বলেই পরিচয় দিতেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পন্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর অব্রাহ্মণ; আমাকে কেহ দাদাঠাকুর, কেহ কাকাঠাকুর—অর্থাৎ যার যা সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকতো, তবে দাদাঠাকুর বলে ডাকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী— তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়। এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।'

ভারী আশ্চর্য—এই মানুষটির জন্মদিন মৃত্যুদিন একাসনে সমাসীন। দিনটি হলো তেরই বৈশাখ। মৃত্যুকে তিনি বলতেন পেনাল্টি কিক্‌। অব্যর্থ খেলোয়ারের মতই জন্মদিনের তেরো তারিখেই সেই পেনাল্টি কিক্‌ করে চলে গেলেন। মুখোমুখি রেখে গেলেন জন্মদিন আর মৃত্যুদিনকে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর হয়ে হাওড়া রেলপথে দ্রুতগামী রেল চালুর দাবীতে পিটিশন কমিটির সুপারিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা—আজিমগঞ্জ শাখায় দ্রুতগামী ট্রেন চালু করে একই দিনে জঙ্গিপুর থেকে কলকাতা যাতায়াত করা এবং আজিমগঞ্জ থেকে বর্তমানে যে ২২ জোড়া ট্রেন চলাচল করে তা ফরাক্কা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এই মহকুমার যাত্রীসাধারণের দীর্ঘ-দিনের অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় আইনজীবী বালক মুখার্জী এলাকার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের গণস্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি সংসদের পিটিশন কমিটির কাছে গত ৩০ আগষ্ট ২০০১ প্রেরণ করেছিলেন। সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার সভাপতিত্বে গঠিত উক্ত সংসদীয় কমিটি দরখাস্তকারীর সঙ্গে কলকাতায় দীর্ঘ সময় উক্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনার রিপোর্ট গত ১৪ মার্চ ২০০২ লোকসভায় পেশ করা হয়। স্মারকলিপির যথার্থতা স্বীকার করে অবিলম্বে সেগুলির ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলমন্ত্রক এবং রেলবোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছেন। রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষে কমিটিকে জানানো হয়েছে জঙ্গিপুর শাখায় পুরনো রেল লাইন সংস্কার করে নতুন লাইন বসানোর কাজ চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে শেষ করা হবে। এব্যাপারে এলাকার সাংসদ আবুল হাসনাত খান নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা যায়।

দাদাঠাকুর ঃ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব (২য় পৃষ্ঠার পর)

অদ্ভুত সাদাসিধে ছিল তাঁর জীবনযাত্রা, জীবনচর্চা। ছিলেন তেজস্বী ব্রাহ্মণ, নির্ভীক ব্যক্তিত্ব।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাঁর জাঁকজমক কিছুই নাই। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অদ্ভুত। পরতেন আজানু-লম্বিত ধুতি। ধুতির এক প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে আঁটসাঁট করে বাঁধা। জীবনে কখনও জামা গায়ে দেননি, পা দুটিও কখনও পাদুকা স্পর্শ করেনি। দাদাঠাকুরের চরিত্রে দুই বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। কঠোরতার এবং কোমলতার সমাহার তিনি ছিলেন। কর্তব্যে অবিচল, দুঃখ-শোকে নিরুদ্বিগ্নমনা। আত্মশক্তিতে শক্তিমান, আত্মপ্রত্যয়ে তনিষ্ঠ। নলিনীকান্ত সরকার লিখেছিলেন ঃ 'সে শক্তির কাছে সকল বিরুদ্ধ শক্তিই প্রতিহত হ'তো। পুত্রশোক পর্যন্ত যে মানুষকে কাবু করতে পারে না, সে মানুষ কোন্ ধাতু দিয়ে গড়া, বলতে পারো ?'

পল্লীগ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষের মধ্য থেকে তিনি উঠে এসে-ছিলেন। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। সমাজের পীড়িত, শোষিত, ব্রাত্য মানুষ তাঁর কাছে আপনজন। ধনীর দম্ভ, ক্ষমতা, অন্যায় তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। জীবনে অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপোস করেননি। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের শোষণ করে যে জমিদারতন্ত্র চলে আসছিল তার প্রতি তিনি ছিলেন চরমভাবে বীতশ্রদ্ধ। তিনি জীবনে ছিলেন সৎ, সত্যনিষ্ঠ এবং নির্লোভ। ভোগবাদী সমাজের প্রতি ছিল তাঁর প্রচন্ড ঘৃণা। সমকালীন সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়—'সমাজ সমাজ শুনে শুনে/কানটা হ'ল ভোঁতা / খুঁজে কিন্তু পাই না দেশে/সমাজ আছে কোথা। যাদের ঘরে পয়সা আছে/আছে জমিদারী, /সব সমাজে নেতা তারা / করে খুব সরদারী / বক্তৃতাতে মানুষ ভোলায় / চোখে দিয়ে ধুলো / সমাজেরই গলদ হচ্ছে / এই জানোয়ার গুলো।'

সমাজ ও সভ্যতার উপর তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না বলেই মেকি সভ্যতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অন্য একটি কবিতায় তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ঃ 'দুর্বলদের যা' কিছু পা'স/মেরে ধরে নিস কেড়ে/এই যদি তোর সভ্যতা হয়/আয় চলে আয় ছেড়ে। / দিনে দিনে অভাব বাড়ে, / জিনিসপত্তর যে মাগ্যি / যেমন ছিলাম তেমনি আছি/সভ্য হইনি কি ভাগ্যি !'

আজকের সমাজে দেখা দিয়েছে নানা অবক্ষয়। ভোগবাদও বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ। নীতি ভ্রষ্টতার এই সময়কালে তাঁর কথা বারবার মনে হয়। তাঁর চরিত্রের সততা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতা তাঁর সম-কালের মত একালেরও বিরল দর্শন সম্পদ। সেকালের মত একালেও দাদাঠাকুর জীবনে ও জীবনদর্শনে এক স্বতন্ত্র এবং ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

সাগরদীঘি ॥ মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার নোটিশ

সাগরদীঘি আই সি ডি এস প্রকল্পের পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে ক্যারিং কন্ট্রাক্টর টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ৩০-০৫-২০০২।

এই সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

২-০৫-২০০২ অশোককুমার পোদ্দার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প, মুর্শিদাবাদ

মেমো নং—৮০/সাগর/সিডি তাং ০২-০৫-২০০২

বিজ্ঞপ্তি

আমি ভানুমতি দাস, স্বামী ৺বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, গ্রাম সর্বেশ্বরপুর, পোঃ পুড়াপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, আমার নামে নমিনি করা গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অরঙ্গাবাদ শাখার দুটি ২৫০০০·০০ টাকার আর আই পি সার্টিফিকেট নং ৪৬২৯/৬৬ এবং ৫৫৫৮/৬৬ হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে সুতী থানায় ডায়েরী করা হইয়াছে।

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

পাঁচখানা ঘরসহ ১৮ শতক জমি বিক্রয় আছে। স্থান ইউ বি আই, জোতকমল শাখার সন্নিকটে হাই রোড সংলগ্ন জোতকমল মৌজা। সত্বর যোগাযোগ করুন—

শরদিন্দু দাস (ফোন ঃ ৬৪৬৩৭)

জোতকমল, পিয়ারাপুর

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী সুপ্রভা বড়াল, স্বামী শ্রীরামপ্রসাদ বড়াল, সাকিম রঘুনাথগঞ্জ (পুলিশ ফাঁড়ির নিকট) পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ওরফে শ্রীমতী মিনতি বড়াল স্বামী শ্রীরামপ্রসাদ বড়াল সাকিম আদি ঐ, এই দুই নামেই পরিচিত ব্যক্তি হইতেছি। বিভিন্ন কাগজপত্রে আমার উক্ত ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকায় ভবিষ্যতে জটিলতা নিরসনের জন্য গত ইং ২৫-৪-২০০২ তারিখে জঙ্গিপুর আদালতে নোটারীর নিকট তন্মর্মে এক হলফনামা করিয়াছি এবং উক্ত বিষয় সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া এই বিজ্ঞাপন দিলাম।

শ্রীমতী সুপ্রভা বড়াল ওরফে মিনতি বড়াল

স্বামী শ্রীরামপ্রসাদ বড়াল

সাকিম, পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

যা হচ্ছে নিয়মমাফিক (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে মুখ্য নিয়োগ কর্তা পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, 'নিয়োগ এখনও পর্যন্ত হয়নি। গত ২৯ এপ্রিলের বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের সভায় রাজ্য সরকারের পক্ষে পুরসভার একটা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য কমিশনারদের জানানো হয়েছে। আর যে নিয়োগকে নিয়ে বর্তমানে পুরসভার বিরোধী পক্ষ হৈ চৈ করছে তা আগের বোর্ডের বডি এ্যাপ্রুভ করে গেছে। গত ২০০০ সালের মে মাসে পুর নির্বাচনের আগেই স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুরসভার আটটি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীপদে ইন্টারভিউ নিই। প্রায় চারশো প্রার্থীর মধ্যে থেকে আটজনকে তৎকালীন পুরবোর্ড বেছে নেয়। কিন্তু সরকারের আর্থিক তহবিল দুর্বল থাকায় এবং এই নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থীদের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের জন্য সময় লাগায় তখনই নিয়োগ করা যায়নি। আর নিয়োগ কর্তা পুরসভার ডাইরেকটরেট অফ লোকাল বডি হলেও এব্যাপারে সরকারী সবুজ সংকেত না পেলে আমরা নিয়োগ করতেও পারি না। বর্তমানে সরকারের সবুজ সংকেত পেয়ে যোগ্য এবং অভাবী আটজনকে পুরসভা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সমিতির হাতে তুলে দিল পুরসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

সে ব্যাপারে কিছু ঠিক করতে না পারায় আমরা দুটি ইউনিয়নের মধ্যে যেটিতে মালিক সংখ্যা বেশী এবং যে বেশী পয়সা দেবে তাকেই বাসষ্ট্যান্ড হস্তান্তর করতে মনস্থ করি। দুটির মধ্যে বড় ইউনিয়নটি পুরসভাকে প্রতিদিন বাস পিছু সাত টাকা করে দেবে ঠিক হয়। এতে মোটামুটি মাসে পুরসভার বাসষ্ট্যান্ড থেকে একুশ হাজার টাকা আয় হবে। মৃগাঙ্কবাবু আরও জানান, বর্ষাতে রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ডে জল কাদা জমে যে নরকের সৃষ্টি হচ্ছিল তা নিরসনে পুরসভা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। বর্ষার আগেই সে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

জেলা কাউন্সিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে ৩৩ লক্ষ মহিলা এই সমিতির সদস্যা। স্বাধীনতার লড়াই থেকে আজ পর্যন্ত বহু আন্দোলনে মহিলাদের আত্মবলিদানের কথার উল্লেখ করেন তিনি। শ্রীমতী গোস্বামী ছাড়াও সভায় উপস্থিত সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতিকে ভ্রান্ত বলে তার সমালোচনা করেন। শ্বেতা চন্দ্র আগামী সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন। জেলা সম্পাদিকা সুলেখা চৌধুরী আগামী ২৩ জুন বহরমপুরে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে এক সমাবেশের ডাক দেন। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, মধু বাগ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও কেন্দ্রীয় নীতির সমালোচনা করে সভায় বক্তব্য রাখেন।

ট্রান্সফরমার বসছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

যেখানে চাহিদার তুলনায় বর্তমানে ১৫ এম, ভি, এ ট্রান্সফর্মার দরকার। এই প্রতিকূল অবস্থায় ট্রান্সফর্মারগুলি অক্ষত রাখতে ১২ থেকে ১২½ এম্ ভি, এর বেশী লোড দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ওপর ৫ এম, ভি, এ ট্রান্সফর্মারগুলি ঠান্ডা রাখতে পাখার সিস্টেম না থাকায় ৮৫ ডিগ্রীর বেশী টেম্পারেচার নিতে পারে না। তিনি জানান, বর্তমানে সন্ধ্যে বা রাতে ২ মেগাওয়াট করে লোডশেডিং করতে হয়। একবার রঘুনাথগঞ্জ শহরকে আলোকিত রাখতে মির্জাপুর এলাকায় বিদ্যুৎ বন্ধ রাখতে হয়। আবার জঙ্গিপুর শহরকে আলো দিতে ঐ এলাকার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়। এ ছাড়া মনিগ্রাম, সাগরদীঘি এলাকায় পর্যায়ক্রমে লোডশেডিং করে চাহিদা ঠিক রাখতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মহকুমা শহর এলাকায় নিত্যদিন লোডশেডিং নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দিলে লোডশেডিং গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বন্ধ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিশ্রুতি আমলারা রাখতে ব্যর্থ হন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রান্সফর্মার বসানো হয় বলে জানানো হয়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

(ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।